

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



রুকইয়াহ প্রোটোকল

নির্দিষ্ট ব্যক্তির সাথে বিয়ে দেয়ার যাদু

কারো ইচ্ছার বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট একজনের সাথে বিয়েতে বাধ্য করা জাদুর প্রভাব
কাটানোর রুকইয়াহ



রাকী ফয়সাল আহমেদ সাবিত

আল কুরআন রুকইয়াহ হিলিং সেন্টার

Al Quranic Ruqyah Healing Center

সূচিপত্র

- 1 ভূমিকা — কাদের জন্য এই প্রোটোকল
- 2 শুরু করার দোয়া
- 3 জাদু দিয়ে চাপানো সিদ্ধান্ত বাতিলের আয়াত
- 4 নিজের স্বাধীন ইচ্ছা ও বিবেক ফিরে পাওয়ার আয়াত
- 5 প্রকৃত হালাল বিয়ে ও আল্লাহর ব্যবস্থার আয়াত
- 6 বিশেষ দোয়া — নির্দিষ্ট ব্যক্তির সাথে বিয়ে দেয়ার যাদু
- 7 সমাপ্তির সূরা ও দোয়া
- 8 সেলফ রুকইয়াহ গাইডলাইন
- 9 সাপ্লিমেন্ট ও সাপ্তাহিক আমল
- 10 দৈনিক আমল

ভূমিকা — কাদের জন্য এই প্রোটোকল

সবার আগে এটা স্পষ্ট থাকা দরকার — পরিবারের পছন্দ, সামাজিক চাপ বা নিজের সিদ্ধান্তহীনতা মানেই জাদু নয়। কিন্তু যখন কারো প্রতি এমন এক টান অনুভব হয় যা নিজের বিবেক-বুদ্ধির সাথে মেলে না, বা পরিবার হঠাৎ অস্বাভাবিকভাবে একটি নির্দিষ্ট সম্বন্ধের পেছনে জেদ ধরে বসে এবং অন্য সব প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে — তখন আলামতগুলো মিলিয়ে দেখা দরকার। এই ধরনের জাদুতে সাধারণত কারো ইচ্ছাকে জোর করে একটি নির্দিষ্ট বিয়ের দিকে ঠেলে দেওয়ার চেষ্টা থাকে, যা ব্যক্তির নিজের স্বাধীন পছন্দকে ছিনিয়ে নেয়।

যেসব লক্ষণ থাকলে এই প্রোটোকল কাজে আসবে

- ✦ হঠাৎ করে একজন নির্দিষ্ট মানুষের প্রতি অস্বাভাবিক তীব্র টান অনুভব করা, যা নিজের রুচি-পছন্দের সাথে মেলে না
- ✦ পরিবার হঠাৎ একটামাত্র নির্দিষ্ট সম্বন্ধের পেছনে জেদ ধরে বসে থাকা, অন্য কোনো প্রস্তাব শুনতে না চাওয়া
- ✦ সেই ব্যক্তি থেকে দূরে সরার চেষ্টা করলেই অস্থিরতা, ঘুম না হওয়া বা মানসিক অশান্তি বেড়ে যাওয়া
- ✦ ভালো প্রস্তাব সামনে এলেও অকারণ বিরক্তি বা অনীহা, শুধু একজনের কথাই বারবার মনে আসা
- ✦ যুক্তি দিয়ে বোঝানো হলেও নিজের অনুভূতি বদলাতে না পারা, যেন সিদ্ধান্ত নিজের হাতে নেই
- ✦ স্বপ্নে নির্দিষ্ট সেই ব্যক্তিকে বারবার দেখা বা বিয়ে সংক্রান্ত অস্থির স্বপ্ন
- ✦ সেই সম্পর্ক নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে গেলেই মাথা ভার হওয়া, দ্বিধা বা কথা ভুলে যাওয়া
- ✦ পরিবারের মধ্যে হঠাৎ অস্বাভাবিক ঝগড়া বা মতবিরোধ শুধু এই একটি বিয়ে নিয়েই

জরুরি নোট: উপরের লক্ষণগুলোর অধিকাংশেরই সাধারণ শারীরিক বা মানসিক কারণ থাকতে পারে। তাই আগে প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও চিকিৎসা নিন। রুকুইয়াহ চিকিৎসার সমান্তরালে চলবে, বিকল্প হিসেবে নয়। কোনো লক্ষণ মিললেই নিশ্চিতভাবে সিহর বা জিনের আসর ধরে নেওয়া ঠিক নয়।

শুরু করার দোয়া

অযু করে কিবলামুখী হয়ে বসুন। নিয়ত করুন — আল্লাহর কালাম দিয়ে আল্লাহর কাছেই আরোগ্য চাইছি।

بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّيِّعُ
الْعَلِيمُ

আল্লাহর নামে শুরু করছি, যার নামের সাথে আসমান ও যমীনের কোনো কিছুই ক্ষতি করতে পারে না; তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

পাঠসংখ্যা: ৩ বার

সকাল-সন্ধ্যা এই দোয়া পাঠকারীকে কোনো কিছু আকস্মিক ক্ষতি করতে পারে না। (তিরমিযী ৩৩৮৮)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

পাঠসংখ্যা: ১৯ বার

রুকইয়াহ শুরুর আগে মনোযোগ ও নিয়ত স্থির করে পড়ুন।

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ

আমি আল্লাহর পরিপূর্ণ কালিমাসমূহের আশ্রয় নিচ্ছি তাঁর সৃষ্টির সকল অনিষ্ট থেকে।

পাঠসংখ্যা: ৩ বার

(মুসলিম ২৭০৮)

জাদু দিয়ে চাপানো সিদ্ধান্ত বাতিলের আয়াত

নিয়ত রাখুন — কারো জাদু বা জোরজবরদস্তি দিয়ে চাপিয়ে দেওয়া কোনো সিদ্ধান্ত যেন আমার উপর কার্যকর না থাকে।

১

সূরা আল-বাকারা : ২৫৬

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ^{صَلَّى} قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ^ج فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطُّغُوتِ
وَيُؤْمِنِ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ^{قُلْ} وَاللَّهُ سَبِيْعٌ
عَلِيْمٌ ۚ (٢٥٦)

দ্বীনের ব্যাপারে কোন জবরদস্তি বা বাধ্য-বাধকতা নেই। নিঃসন্দেহে হেদায়াত গোমরাহী থেকে পৃথক হয়ে গেছে।
এখন যারা গোমরাহকারী 'তাগুত'দেরকে মানবে না এবং আল্লাহতে বিশ্বাস স্থাপন করবে, সে ধারণ করে নিয়েছে
সুদৃঢ় হাতল যা ভাংবার নয়। আর আল্লাহ সবই শুনে এবং জানেন।

পাঠসংখ্যা: ৭ বার

নিয়ত: দ্বীনে যেমন কোনো জবরদস্তি নেই, তেমনি জাদু দিয়ে কারো ইচ্ছার উপর জবরদস্তিও বাতিল

২

সূরা আন-নিসা : ১৯

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ

لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفُحْشَةٍ مُبَيَّنَةٍ

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ

اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ۝ ١٩

হে ঈমানদারগণ! বলপূর্বক নারীদেরকে উত্তরাধিকারে গ্রহন করা তোমাদের জন্যে হালাল নয় এবং তাদেরকে আটক রেখো না যাতে তোমরা তাদেরকে যা প্রদান করেছ তার কিয়দংশ নিয়ে নাও; কিন্তু তারা যদি কোন প্রকাশ্য অশ্লীলতা করে! নারীদের সাথে সদ্ভাবে জীবন-যাপন কর। অতঃপর যদি তাদেরকে অপছন্দ কর, তবে হয়ত তোমরা এমন এক জিনিসকে অপছন্দ করছ, যাতে আল্লাহ, অনেক কল্যাণ রেখেছেন।

পাঠসংখ্যা: ৭ বার

নিয়ত: কারো ইচ্ছার বিরুদ্ধে বলপূর্বক বিয়েতে বাধ্য করা আল্লাহর বিধানেই নিষিদ্ধ



সূরা ত্বহা : ৭৩

إِنَّا ءَامِنًا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطِيئَتَنَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللَّهُ

خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ (৭৩)

আমরা আমাদের পালনকর্তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি যাতে তিনি আমাদের পাপ এবং তুমি আমাদেরকে যে যাদু করতে বাধ্য করেছ, তা মার্জনা করেন। আল্লাহ শ্রেষ্ঠ ও চিরস্থায়ী।

পাঠসংখ্যা: ৭ বার

নিয়ত: জাদু দিয়ে কাউকে বাধ্য করার চেষ্টা ফেরাউনী কৌশল — আল্লাহর কাছে তা অসার

নিজের স্বাধীন ইচ্ছা ও বিবেক ফিরে পাওয়ার আয়াত

পড়ার সময় অনুভব করুন — আল্লাহ আমার হৃদয় ও সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা আবার আমার নিজের নিয়ন্ত্রণে ফিরিয়ে দিচ্ছেন।

৪

সূরা আন-নিসা : ৩

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبُعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

আর যদি তোমরা ভয় কর যে, এতীম মেয়েদের হক যথাযথভাবে পূরণ করতে পারবে না, তবে সেসব মেয়েদের মধ্যে থেকে যাদের ভাল লাগে তাদের বিয়ে করে নাও দুই, তিন, কিংবা চারটি পর্যন্ত। আর যদি এরূপ আশঙ্কা কর যে, তাদের মধ্যে ন্যায় সঙ্গত আচরণ বজায় রাখতে পারবে না, তবে, একটিই অথবা তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসীদেরকে; এতেই পক্ষপাতিত্বে জড়িত না হওয়ার অধিকতর সম্ভাবনা।

পাঠসংখ্যা: ১১ বার

নিয়ত: নিজের সত্যিকারের পছন্দ অনুযায়ী বিয়ে করার অধিকার ফিরে পাওয়া

قلے

وَلْيَسْتَغْفِرِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۖ

وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ

خَيْرًا ۖ وَءَاتُوهُمْ مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي ءَاتَكُمْ ۚ وَلَا تَكْرِهُوا فَتِيَّتَكُمْ عَلَىٰ

الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَوةِ الدُّنْيَا ۚ وَمَن يُكْرِهِنَّ

فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٣﴾

যারা বিবাহে সামর্থ্য নয়, তারা যেন সংযম অবলম্বন করে যে পর্যন্ত না আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে অভাবমুক্ত করে দেন। তোমাদের অধিকারভুক্তদের মধ্যে যারা মুক্তির জন্য লিখিত চুক্তি করতে চায়, তাদের সাথে তোমরা লিখিত চুক্তি কর যদি জান যে, তাদের মধ্যে কল্যাণ আছে। আল্লাহ তোমাদেরকে যে, অর্থ-কড়ি দিয়েছেন, তা থেকে তাদেরকে দান কর। তোমাদের দাসীরা নিজেদের পবিত্রতা রক্ষা করতে চাইলে তোমরা পার্থিব জীবনের সম্পদের লালসায় তাদেরকে ব্যভিচারে বাধ্য কারো না। যদি কেহ তাদের উপর জোর-জবরদস্তি করে, তবে তাদের উপর জোর-জবরদস্তির পর আল্লাহ তাদের প্রতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

পাঠসংখ্যা: ৭ বার

নিয়ত: কাউকে অনিচ্ছার পথে বাধ্য না করার নীতি নিজের জীবনেও প্রতিষ্ঠিত হওয়া

৬

সূরা আল-বাকার : ২২১

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ^ج وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ
 أَعْجَبَتْكُمْ^{قل} وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا^ج وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ
 مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ^{قل} أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ^{صل} وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ
 وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ^{صل} وَيُبَيِّنُ^{صل} آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

আর তোমরা মুশরেক নারীদেরকে বিয়ে করোনা, যতক্ষণ না তারা ঈমান গ্রহণ করে। অবশ্য মুসলমান ক্রীতদাসী মুশরেক নারী অপেক্ষা উত্তম, যদিও তাদেরকে তোমাদের কাছে ভালো লাগে। এবং তোমরা (নারীরা) কোন মুশরেকের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ো না, যে পর্যন্ত সে ঈমান না আনে। একজন মুসলমান ক্রীতদাসও একজন মুশরেকের তুলনায় অনেক ভাল, যদিও তোমরা তাদের দেখে মোহিত হও। তারা দোষখের দিকে আহ্বান করে, আর আল্লাহ নিজের হুকুমের মাধ্যমে আহ্বান করেন জান্নাত ও ক্ষমার দিকে। আর তিনি মানুষকে নিজের নির্দেশ বাতলে দেন যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে।

পাঠসংখ্যা: ৭ বার

নিয়ত: দ্বীন ও চরিত্র দেখে সঠিক মাপকাঠিতে সঙ্গী বেছে নেওয়ার সুস্থ বিবেক ফিরে পাওয়া

প্রকৃত হালাল বিয়ে ও আল্লাহর ব্যবস্থার আয়াত

এই আয়াতগুলো পড়ে বিশ্বাস রাখুন — প্রকৃত কল্যাণকর বিয়ে আসে স্বচ্ছতা, সম্মতি ও আল্লাহর অনুগ্রহে, কোনো জাদু বা চাপে নয়।

৭

সূরা আল-কাসাস : ২৭

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمْنِي
 حَبْجَ صَلَ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ صَلَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ ج

سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾

পিতা মূসাকে বললেন, আমি আমার এই কন্যাদ্বয়ের একজনকে তোমার সাথে বিবাহে দিতে চাই এই শর্তে যে, তুমি আট বছর আমার চাকুরী করবে, যদি তুমি দশ বছর পূর্ণ কর, তা তোমার ইচ্ছা। আমি তোমাকে কষ্ট দিতে চাই না। আল্লাহ চাহেন তো তুমি আমাকে সংকর্মপরায়ণ পাবে।

পাঠসংখ্যা: ৭ বার

নিয়ত: স্বচ্ছ শর্ত ও পারস্পরিক সম্মতিতে হওয়া বিয়ের দৃষ্টান্ত থেকে শিক্ষা

৮

সূরা আন-নূর : ৩২

وَأَنْكِحُوا الْأَيَّتَىٰ مِنْكُمُ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا

فُقَرَاءَ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۚ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

তোমাদের মধ্যে যারা বিবাহহীন, তাদের বিবাহ সম্পাদন করে দাও এবং তোমাদের দাস ও দাসীদের মধ্যে যারা সৎকর্মপরায়ন, তাদেরও। তারা যদি নিঃস্ব হয়, তবে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে সচ্ছল করে দেবেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।

পাঠসংখ্যা: ১১ বার

নিয়ত: আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে প্রকৃত সঙ্গী মিলিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি

বিশেষ দোয়া — নির্দিষ্ট ব্যক্তির সাথে বিয়ে দেয়ার যাদু

এই দোয়াগুলো এই সমস্যার জন্য নির্দিষ্ট করে সাজানো। আয়াত পাঠ শেষে পড়ুন।

اللَّهُمَّ اخْرِقْ كُلَّ قَسْرِ عَلَىٰ قَرَارٍ زَوَاجِي

হে আল্লাহ! আমার বিয়ের সিদ্ধান্তের উপর থাকা সমস্ত জোরপূর্বক বাধ্যবাধকতা জ্বালিয়ে দিন।

পাঠসংখ্যা: ৭ বার

بِسْمِ اللَّهِ يُبْطَلُ كُلُّ تَسْلُطٍ عَلَى قَرَارِ زَوَاجِي

আল্লাহর নামে — আমার বিয়ের সিদ্ধান্তের উপর সমস্ত আধিপত্য বাতিল করা হলো।

পাঠসংখ্যা: ৭ বার

اللَّهُمَّ بِقُوَّتِكَ وَقُدْرَتِكَ فُكَّ كُلُّ عُقْدَةٍ عُقِدَتْ عَلَى قَرَارِ زَوَاجِي

হে আল্লাহ! আপনার শক্তি ও ক্ষমতা দিয়ে আমার বিয়ের সিদ্ধান্তের উপর বাঁধা প্রতিটি গিঁট খুলে দিন।

পাঠসংখ্যা: ৭ বার

اللَّهُمَّ رُدَّ إِلَى قَلْبِي إِرَادَتِي الْحُرَّةَ فِي اخْتِيَارِ زَوْجِي، وَأَبْطِلْ كُلَّ مَيْلٍ صُنِعَ بِالسِّحْرِ

لَا بِرِضَائِي

হে আল্লাহ, আমার সঙ্গী বেছে নেওয়ার স্বাধীন ইচ্ছা আমার হৃদয়ে ফিরিয়ে দিন এবং জাদু দিয়ে তৈরি করা এমন সব আকর্ষণ বাতিল করে দিন যা আমার নিজের সম্মতিতে হয়নি।

পাঠসংখ্যা: ৭ বার

اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ فِي قَلْبِي تَعَلُّقٌ بِأَحَدٍ صُنِعَ بِسِحْرِ أَوْ إِكْرَاهٍ فَاقْطَعْهُ، وَإِنْ كَانَ خَيْرًا

مِنْ عِنْدِكَ فَثَبِّتْهُ بِرِضَائِي لَا بِقَهْرٍ

হে আল্লাহ, যদি আমার হৃদয়ে কারো প্রতি এমন টান থাকে যা জাদু বা জবরদস্তি দিয়ে তৈরি করা হয়েছে, তা কেটে দিন। আর যদি তা আপনার পক্ষ থেকে প্রকৃত কল্যাণ হয়, তবে তা আমার নিজের সম্মতিতে দৃঢ় করে দিন, চাপে নয়।

পাঠসংখ্যা: ৭ বার

اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ لِسِحْرِ سَاحِرٍ سُلْطَانًا عَلَى قَرَارِ زَوَاجِي، وَاجْمَعْ بَيْنِي وَبَيْنَ مَنْ فِيهِ

خَيْرٌ دِينِي وَدُنْيَايَ بِرِضَاكَ

হে আল্লাহ, কোনো জাদুকরের জাদুকে আমার বিয়ের সিদ্ধান্তের উপর কোনো ক্ষমতা দেবেন না। আমাকে এমন একজনের সাথে মিলিয়ে দিন যার মধ্যে আমার দ্বীন ও দুনিয়ার কল্যাণ আছে, আপনার সন্তুষ্টিতে।

পাঠসংখ্যা: ১১ বার

সমাপ্তির সূরা ও দোয়া

প্রতিটি সেশন এভাবে শেষ করুন। শেষে পানিতে ফুঁ দিয়ে পান করুন।

১

সূরা আল-ইখলাস : ১-৪

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ① اللَّهُ الصَّمَدُ ② لَمْ

يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ③ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ④

বলুন, তিনি আল্লাহ, এক, আল্লাহ অমুখাপেক্ষী, তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কেউ তাকে জন্ম দেয়নি এবং তার সমতুল্য কেউ নেই।

পাঠসংখ্যা: ৩ বার

নিয়ত: তাওহীদের ঘোষণা দিয়ে হৃদয় দৃঢ় করা

২

সূরা আল-ফালাক : ১-৫

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ① مِنْ شَرِّ مَا

خَلَقَ ② وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ③ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثِ فِي

الْعُقَدِ ④ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ⑤

বলুন, আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি প্রভাতের পালনকর্তার, তিনি যা সৃষ্টি করেছেন, তার অনিষ্ট থেকে, অন্ধকার রাত্রির অনিষ্ট থেকে, যখন তা সমাগত হয়, গ্রস্থিতে ফুঁৎকার দিয়ে জাদুকারিীদের অনিষ্ট থেকে এবং হিংসুকের অনিষ্ট থেকে যখন সে হিংসা করে।

পাঠসংখ্যা: ৭ বার

নিয়ত: জাদু, হাসাদ ও রাতের অনিষ্ট থেকে আশ্রয়

৩

সূরা আন-নাস : ১-৬

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ① مَلِكِ

النَّاسِ ② إِلَهِ النَّاسِ ③ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ④ الَّذِي

يُوسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ⑤ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ⑥

বলুন, আমি আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি মানুষের পালনকর্তার, মানুষের অধিপতির, মানুষের মা'বুদের তার অনিষ্ট থেকে, যে কুমন্ত্রণা দেয় ও আত্মগোপন করে, যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে জ্বিনের মধ্য থেকে অথবা মানুষের মধ্য থেকে।

পাঠসংখ্যা: ৭ বার

নিয়ত: মানুষ ও জিনের ওয়াসওয়াসা থেকে আশ্রয়

أُعِذُّكَ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ

আমি তোমাকে আল্লাহর পরিপূর্ণ কালিমাসমূহের আশ্রয়ে সোপর্দ করছি — প্রত্যেক শয়তান, বিষাক্ত প্রাণী এবং প্রত্যেক ক্ষতিকর বদনজর থেকে।

পাঠসংখ্যা: ৩ বার

নবীজি ﷺ হাসান ও হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহুমা কে এই দোয়া পড়ে ঝাড়তেন। (বুখারী ৩৩৭১)

بِسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنٍ حَاسِدٍ اللَّهُ

يَشْفِيكَ بِسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ

আল্লাহর নামে আমি তোমাকে ঝাড়ছি — এমন প্রতিটি জিনিস থেকে যা তোমাকে কষ্ট দেয়, প্রত্যেক প্রাণ ও হিংসুকের চোখের অনিষ্ট থেকে। আল্লাহ তোমাকে আরোগ্য দান করুন। আল্লাহর নামে আমি তোমাকে ঝাড়ছি।

পাঠসংখ্যা: ৩ বার

জিবরীল আলাইহিস সালাম নবীজি ﷺ-কে এভাবে রুকইয়াহ করেছিলেন। (মুসলিম ২১৮৬)

اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ أَذْهِبِ الْبَأْسَ اشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَا

يُغَادِرُ سَقَمًا

হে আল্লাহ, মানুষের প্রতিপালক! কষ্ট দূর করে দিন, আরোগ্য দান করুন। আপনিই আরোগ্যদাতা, আপনার আরোগ্য ছাড়া কোনো আরোগ্য নেই — এমন আরোগ্য যা কোনো রোগ অবশিষ্ট রাখে না।

পাঠসংখ্যা: ৭ বার

(বুখারী ৫৭৪৩)

📌 সেলফ রুকইয়াহ গাইডলাইন

ধারাবাহিকতাই মূল কথা। প্রতিদিন অল্প, কিন্তু নিয়মিত।

পদ্ধতি — ধাপে ধাপে

- ১ অয়ু করে কিবলামুখী হয়ে নিরিবিলি বসুন। মোবাইল দূরে রাখুন।
- ২ নিয়ত করুন — আল্লাহর কালাম দিয়ে আল্লাহর কাছে আরোগ্য চাইছি, কালামের নিজের কোনো শক্তি নেই, শক্তি আল্লাহর।

- 3 শুরু দোয়াগুলো পড়ুন (অধ্যায় ১)।
- 4 এরপর আয়াতগুলো ক্রমানুসারে পড়ুন। পড়ার সময় দুই হাতের তালুতে ফুঁ দিয়ে সমস্যার জায়গায় হাত বুলান।
- 5 প্রতিটি আয়াতের নিচে দেওয়া নির্দেশনা বক্সে যতবার বলা আছে ততবার পড়ুন — কম-বেশি করার দরকার নেই।
- 6 মাঝে বাংলায় নিজের ভাষায় ১৫ মিনিট মন খুলে দোয়া করুন। কান্না আসলে আটকাবেন না।
- 7 শেষে সমাপ্তির সূরা ও দোয়াগুলো পড়ে পানিতে ফুঁ দিন।
- 8 প্রতিদিন কমপক্ষে ৪০ দিন চালিয়ে যান। মাঝে বাদ পড়লে হতাশ না হয়ে আবার শুরু করুন।

দৈনিক সময়সূচি

সকাল	ফজরের পর — আয়াত পাঠ ১৫ মিনিট
সন্ধ্যা	মাগরিবের পর — আয়াত পাঠ ১৫ মিনিট
রাত	ঘুমানোর আগে — সমাপ্তির সূরা ও দোয়া, পড়া পানি পান
সাপ্তাহিক	সপ্তাহে একদিন রুকইয়াহ গোসল

বাংলায় নিজের দোয়া (১৫ মিনিট)

আয়াত পাঠের মাঝে বা শেষে নিজের ভাষায় আল্লাহর কাছে চান। নিচেরটি একটি নমুনা — হুবহু এটাই পড়তে হবে এমন নয়, নিজের কথায় বলুন।

হে আল্লাহ, আপনি জানেন আমার মনে কী চলছে — কখনো কখনো নিজের অনুভূতিই আমার কাছে অচেনা মনে হয়, যেন আমি নিজে সিদ্ধান্ত নিচ্ছি না। যদি কারো প্রতি আমার এই টান বা কারো জোরাজুরি জাদু বা কোনো অসৎ উদ্দেশ্য থেকে আসে, আপনি তা সম্পূর্ণ মুছে দিন এবং আমার বিবেক ও ইচ্ছাশক্তি আমাকে ফিরিয়ে দিন। আমার বিয়ে যেন হয় শুধু আপনার সন্তুষ্টি ও আমার প্রকৃত কল্যাণে, কারো চাপ বা জাদুর প্রভাবে নয়।

পড়া তেল ম্যাসাজের স্থান

নির্দিষ্ট ব্যক্তির সাথে বিয়ে দেয়ার যাদু-এর ক্ষেত্রে ফোকাস: কপাল, বুক (হৃদয়ের স্থান) ও দুই হাতের তালু

সাপ্লিমেন্ট ও সাপ্তাহিক আমল

পড়া পানি	এক বোতল পানিতে রুকইয়াহর আয়াতগুলো পড়ে ফুঁ দিন। দিনে ৩ বার — সকালে খালি পেটে, দুপুরে, রাতে ঘুমানোর আগে পান করুন।
পড়া মধু	খাঁটি মধুতে ফুঁ দিয়ে প্রতিদিন সকালে এক চামচ। সূরা নাহল ৬৯ নং আয়াত পড়ে ফুঁ দিলে ভালো।
পড়া অলিভ অয়েল	জয়তুন তেলে আয়াত পড়ে ফুঁ দিয়ে আক্রান্ত জায়গায় ম্যাসাজ করুন। রাতে ঘুমানোর আগে সবচেয়ে ভালো।
কালোজিরা	প্রতিদিন সকালে ৭টি কালোজিরা পড়া মধুর সাথে। নবীজি ﷺ বলেছেন কালোজিরায় মৃত্যু ছাড়া সব রোগের নিরাময় আছে। (বুখারী ৫৬৮৮)
রুকইয়াহ গোসল	বালতি পানিতে আয়াত পড়ে ফুঁ দিন, সাথে সাত পাতা বরই পাতা বাটা মিশিয়ে নিতে পারেন। মাথা থেকে ঢেলে গোসল করুন — সপ্তাহে একদিন।
ঘরে স্প্রে	পড়া পানি স্প্রে বোতলে নিয়ে ঘরের কোণা, দরজা-জানালা, বিছানার নিচে ছিটিয়ে দিন।

দৈনিক আমল

রুকইয়াহর পাশাপাশি এই আমলগুলোই দীর্ঘমেয়াদি হিফাজত দেয়।

ফজরের পর	সূরা ইয়াসীন ১ বার
সকাল-সন্ধ্যা	হিসনুল মুসলিমের সকাল-সন্ধ্যার যিকির নিয়মিত
আসরের পর	সূরা ওয়াকিয়াহ ১ বার
রাতে	সূরা ক্বফ ৩ বার, সূরা মুলক ১ বার
ঘুমানোর আগে	আয়াতুল কুরসী ১ বার, সূরা বাকারার শেষ দুই আয়াত, তিন কুল ৩ বার করে হাতে ফুঁ দিয়ে সারা শরীরে বুলানো
প্রতিদিন	সাধ্যমতো সাদাকাহ — অল্প হলেও প্রতিদিন। সাদাকাহ বালা দূর করে।
প্রতিদিন	ফরজ নামাজ জামাতে, ইস্তিগফার ১০০ বার, দরুদ ১০০ বার

সেবা ও হাদিয়া:

- মাসিক রুকইয়াহ — ১২টি সেশন + ডায়াগনোসিস। হাদিয়া ৮০০ টাকা।
- সেলফ রুকইয়াহ গাইডলাইন — শুধু নিজের জন্য আলাদা গাইডলাইন। হাদিয়া ৩০০ টাকা।

নিজের সমস্যা কী — বদনজর, হাসাদ, সিহর নাকি অন্য কিছু — বুঝতে না পারলে মেসেজে লিখুন **Diagnosis**। নিতে চাইলে মেসেজ করুন।

রুকইয়াহ একটি শরয়ী চিকিৎসা পদ্ধতি, প্রয়োজনীয় চিকিৎসার বিকল্প নয়।

রাকী ফয়সাল আহমেদ সাবিত ♦ Raqi Faisal Ahmed Sabit

আল কুরআন রুকইয়াহ হিলিং সেন্টার — Al Quranic Ruqyah Healing Center

Page: Raqi Faisal Ahmed Sabit | Telegram: Raqi Faisal Ahmed Sabit (Official)